সংবাদ

তারিখ 15 JUL 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

অভিযোগ শিক্ষক সমিতির

এমপিওভুক্ত করায় অনলাইন পদ্ধতিতে হয়রানি চলছে শিক্ষকদের

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

এমপিওভুক্ত করায় অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষকদের হয়রানি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. আবুল বাশার হাওলাদার। গতকাল রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ অভিযোগ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে আবুল বাশার বলেন, আগে জেলা শিক্ষা অফিসার এবং মাউশির (মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর) মাধ্যমে এমপিওভুক্ত করা হতো। এতে শিক্ষকদের ভোগান্তি অনেক কম হতো। বর্তমানে অনলাইন করার ফলে থানা শিক্ষা অফিস, জেলা শিক্ষা অফিস, আঞ্চলিক শিক্ষা কার্যালয় এবং শিক্ষা ভবনের কম্পিউটার সেকশনে ঘুষ দিতে হয়। এতে ঘুষের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৬০ হাজার থেকে ৭০ হাজার টাকা। কিন্তু সরকার শিক্ষকদের সুবিধার জন্যে এই অনলাইন পদ্ধতি অনলাইন : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

অনলাইন : পদ্ধতিতে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

চালু করেছিল। আমরাও এই অনলাইন পদ্ধতির বিরোধী নই তবে এই পদ্ধতিকে দুর্নীতিমুক্ত করার দাবি জানাচ্ছি।

এমপিওভুক্তিতে হয়রানি বন্ধ, অবসর-কল্যাণে ৪% বর্ধিত চাঁদা কর্তনের গেজেট বাতিল সর্বোপরি চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি'। সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের মহাসচিব মো. আ. ছালাম খান, যুগ্ম মহাসচিব মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রিন্স এবং সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মো. জসিম উদ্দিন সিকদার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দেশের ৯৮ ভাগ শিক্ষা ব্যবস্থা বেসরকারি শিক্ষকরা পরিচালনা করছেন। আর এই বিশাল শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণ সাধারণ বেসরকারি শিক্ষকরা নানা কারণে আজ বঞ্চিত। আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায় করতে হয়। শিক্ষক হিসেবে আমাদের জন্য এটা যেমন মানহানিকর অন্যদিকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যেও ক্ষতিকর। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে বেতন থেকে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের অবসর কল্যাণে অতিরিক্ত ৪% চাঁদা কর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বর্তমানে অবসর সুবিধা ও কল্যাণ ট্রাস্টে ৪% ও ২% করে চাঁদা কর্তন করা হচ্ছে। বিধি অনুসারে এই চাঁদার টাকার সঙ্গে সরকারি বরাদ্দ মিলিয়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসরকালীন টাকা স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রদান করার কথা। কিন্তু শিক্ষক-কর্মচারীরা এই টাকা ৩-৪ বছর এমনকি অনেকে জীবদ্দশায়ও পাচ্ছেন না। এজন্য এই অমানবিক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের আহ্বান জানাচ্ছি।

বক্তারা আরও বলেন, বেসরকারি স্কুল কলেজের প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষরা সরকারি ৪, ৫ ও ৭ গ্রেডের কর্মকর্তা। কিন্তু তাদের মনিটরিং করে ৯ম গ্রেডের উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা। একজন অধস্তন কর্মকর্তার কোনভাবেই তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার রাখে না। এই অবস্থা থেকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিত্রাণের জন্য বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকারিকরণের আহ্বান জানিয়ে সরকারের কাছে ৬টি দাবি উত্থাপন করছি।

১) অবসর-কল্যাণের ৪% বর্ধিত চাঁদা কর্তনের গেজেট বাতিল।
২) হয়রানিমূলক বিকেন্দ্রীভূত এমপিও পদ্ধতি বাতিল করে হয়রানি ও ঘুষমুক্ত এমপিও ব্যবস্থা চালু করা।
৩) শিক্ষা জাতীয়করণ।
৪) ৫% ইনক্রিমেন্ট প্রদান ও বৈশাখি ভাতা প্রদান।
৫) পূর্ণাঙ্গ ঈদ বোনাস, বাড়িভাড়া, মেডিকেল ও অন্যান্য ভাতা প্রদান।
৬) চাকরির বয়স ৬৫ বছরে উন্নীত করা এবং বেসরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বেতন কাঠামো সরকারি স্কুলে প্রধান শিক্ষকের ন্যায় উন্নীতকরণ।

আগামী ৩০ জুলাই'র মাঝে দাবি মানা না হলে মানববন্ধন, বিক্ষোভ সমাবেশ, অনশন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাগাতার ধর্মঘট পালন করা হবে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।